জেলা প্রশাসনের কার্যক্রম নিয়ে দেশজুড়ে বিশেষ নির্দেশনা



ছবি: সংগৃহীত

দেশের সব জেলা প্রশাসকের কার্যালয়কে ভ্রাম্যমাণ আদালত বা মোবাইল কোর্টের প্রতিটি অভিযান ও কার্যক্রমের ভিডিও ধারণের নির্দেশ দিয়েছে সরকার। কোনো আদেশের বিরুদ্ধে আপিল হলে প্রয়োজনে এসব ভিডিও আদালতে সাক্ষ্য-প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করা হবে। একই সঙ্গে ভ্রাম্যমাণ আদালতের কার্যক্রম জনসাধারণের কাছে তুলে ধরতে প্রতিটি জেলায় আলাদা মিডিয়া সেল গঠন করা হবে।

গত অক্টোবরে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় নেওয়া সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে এ উদ্যোগ কার্যকর হচ্ছে। সম্প্রতি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের জারি করা এক পরিপত্রে জেলা প্রশাসকদের এসব নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

পরিপত্রে বলা হয়েছে, প্রতিটি অভিযানের ভিডিও মামলার নম্বর ও তারিখ অনুযায়ী জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কার্যালয়ের জুডিশিয়াল মুন্সিখানা (জেএম) শাখা এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তর-সংস্থায় সংরক্ষণ করতে হবে। ভিডিওর একটি কপি পাঠাতে হবে জেলা পর্যায়ের মিডিয়া সেলের কাছেও।

মোবাইল কোর্টে জব্দ করা মালামাল রাখার জন্য জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোকে নিরাপদ কক্ষ বা স্থান নির্ধারণ করতে বলা হয়েছে। এসব মালামাল গ্রহণ, সংরক্ষণ এবং প্রয়োজনে আদালতে উপস্থাপন বা হস্তান্তরের দায়িত্ব নির্দিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দিতে হবে। এ জন্য নির্ধারিত নমুনা অনুযায়ী রেজিস্টারও রাখতে হবে। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা প্রতি মাসে ওই রেজিস্টারে প্রতিস্বাক্ষর করবেন।

তবে পচনশীল বা দ্রুত নষ্ট হয়ে যায় এমন মালামাল দীর্ঘদিন জমিয়ে না রেখে প্রচলিত বিধিবিধান অনুযায়ী নিষ্পত্তি করতে হবে।

আপিল মামলার শুনানি পরিচালনার জন্য জেলা ম্যাজিস্ট্রেটরা পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি), অতিরিক্ত পিপি বা সহকারী পিপিদের মধ্য থেকে নির্দিষ্ট আইনজীবীকে দায়িত্ব দেবেন। এ বিষয়ে আদালত ও সংশ্লিষ্ট বিভাগকে অবহিত করার নির্দেশনাও রয়েছে।

এ ছাড়া জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও বিভিন্ন দপ্তরের প্রধানরা অধীনস্থ কর্মচারীদের মধ্য থেকে মোবাইল কোর্ট সহকারী বা পেশকার হিসেবে অতিরিক্ত দায়িত্ব দেবেন। তাঁদের কাজের দক্ষতা বাড়াতে বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সঙ্গে পরামর্শ করে আগামী এক মাসের মধ্যে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে।

প্রতিটি জেলায় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক বা ম্যাজিস্ট্রেটকে আহ্বায়ক করে মিডিয়া সেল গঠন করা হবে। এতে জেলা তথ্য অফিসারসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা থাকবেন। ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান ও কার্যক্রমের ভিডিও এবং স্থিরচিত্র সংগ্রহ করে সরকারি ওয়েবসাইট, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও গণমাধ্যমে প্রচারের দায়িত্ব পালন করবে এই সেল।